১০-০১-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - অর্ধকল্প ধরে তোমাদের মধ্যে যে ৫ বিকারের অসুস্থতা ছিল তা'এখন শেষের মুখে , এইজন্য অপার খুশিতে থাকা উচিত্ "

প্রশ্নঃ - তোমাদের বাচ্চাদের কি ধরনের শখ থাকা উচিত্ , কোন্ কথায় তোমাদের কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত্ নয় ?

উত্তরঃ - বাবার থেকে বিশ্ব মালিকানার উত্তরাধিকার পুরোপুরি প্রাপ্ত করার শখ থাকা উচিত্ । মানুষের অনেকরকম হবি থাকে । সেইসব তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে । তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের সন্তান , বাবার সাথে ঘরে ফিরে যেতে হবে এইজন্য এই শরীরের সাথে যুক্ত সমস্ত রকম জিনিস তোমাদের ভুলে যেতে হবে । পেটের জন্য লাগবে দুটো রুটি আর বুদ্ধিকে জুড়ে নিতে হবে নতুন দুনিয়ার সাথে ।

গীতঃ- ঝড় তাদের কি করতে পারে যাদের সাথী ভগবান ...

ওম্ শান্তি । বিশেষ প্রিয় , অটল , মহাবীর সব বাচ্চারা বুঝতে পারছেন, মনে বিভিন্ন রকমের ঝড় আসবে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় , অসুস্থতা প্রভৃতিও আসবে, কারণ এখন হল শেষ পর্যায়েরই চূড়ান্ত প্রস্তুতি (পিছারীকা পম্প) । মায়া তার প্রবল শক্তি নিয়ে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে । যাদের নিশ্চয়বুদ্ধি মজবুত তারা জানে শরীরের হিসেবনিকেশও মিটে যাবে । যখন তোমরা কোনও রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠো , তোমাদের খুব আনন্দ হয় যে , এই রোগ থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে যাবে । তোমরা জানো আর মাত্র কিছু দিনই বাকি আছে । পাঁচ বিকারের এই অসুখে তোমরা অর্ধকল্প ধরে ভুগছ যার জন্য মানুষ অজামিল নামক মহাপাতকের মতো পাপাত্মায় পরিণত হয়েছে । এই দুনিয়া আর মাত্র কিছু দিনের । এই অসুখ শেষ হওয়ার মুখে । দুনিয়ার মানুষ এইসব কথা জানেনা । তারা আসুরিক বুদ্ধির । চরম দুর্দশায় তারা হায় হায় করতে থাকে । তোমরা এই ঘটনা দেখতে থাকবে । এইসমস্ত ব্যাপারে তোমাদের কোনও যোগ নেই । এইসব নতুন কোনও কথা নয় , এই সবকিছু হতে হবে । এতে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই । খুবই অল্প সময় অবশিষ্ট আছে । পেটের জন্য কেবল দুটো রুটিই যথেষ্ট । তোমাদের শখ এখন বাবার থেকে বরসা নেওয়ার । মানুষের বিভিন্ন রকমের শখ থাকে । এখানে তোমাদের সেরকম কোনও শখ রাখা উচিত্ নয় । শরীর সম্বন্ধীয় সমস্ত কিছু ভুলে যাও । এখন আমরা ভগবানের হয়েছি । বাবা, সাজনের সাথে আমাদের ফিরে যেতে হবে । এই সাজনও বড় বিচিত্র , তাঁর কোনও আকার নেই । তিনি নিরাকার হওয়াতে তাঁকে যথার্থরূপে কেউ স্মরণ করতে পারেনা । এই হলো নতুন পদ্ধতি । আত্মাকে পরমাত্মার স্মরণ করতে হবে । অর্ধকল্প ধরে তোমরা তাঁকে এইভাবে স্মরণ করনি । সত্যযুগে শুধু এইটুকুই বুঝতে যে আমরা আত্মা ; এছাড়া অন্য কোনও জ্ঞান ছিলনা । আমি আত্মা ,এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করি । এখানে আত্মাকে পরমাত্মা বানিয়ে দিয়েছে ; তারা বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী । এখন যেমন এই পুরনো দুনিয়া তোমাদের জন্য নয় । বুদ্ধি নতুন দুনিয়ার সাথে জুড়ে আছে । কেউ নতুন ঘর তৈরী করলে যেমন তার বুদ্ধি পুরনো ঘর থেকে সরে নতুন ঘরের সাথে জুড়ে যায় । এখন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ অধিবেশন ইত্যাদি করে অথচ একজনেরও বুদ্ধিযোগ পরমপিতা পরমাত্মার সাথে জুড়ে নেই । তোমরা এখন বাবাকে খুঁজে পেয়েছ যিনি তোমাদের শেখাচ্ছেন । তিনি জ্ঞানেশ্বর এবং তিনিই যোগেশ্বর । ঈশ্বর যিনি নিজের সাথে

যোগ লাগানো শেখান , জ্ঞানেশ্বর অর্থাত্ একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই জ্ঞান আছে । তিনিই একমাত্র জ্ঞান এবং যোগ শেখাতে পারেন । যাদের দৃঢ় নিশ্চয় আছে , তারা বুঝতে পারে এই দুনিয়াতে তারা অল্প সময়ের জন্য আছে । আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । নাটকে যেমন অ্যাক্টররা জানে তারা সেখানে অল্প সময়ের পার্ট প্লে করছে এবং তারপরে তারা ফিরে যাবে । তারা ক্রমাগত তাদের ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রাখে । তোমাদের ঘড়ি বেহদের । তোমরা জানো এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম । সুতরাং , তোমাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত্ - আমরা এই পুরনো শরীর ছেড়ে বিশ্বের প্রিন্স প্রিন্সেস হতে যাচ্ছি । আমাদের মাম্মা বাবাও প্রিন্স প্রিন্সেস হবেন । তোমাদের বাচ্চাদের দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে (দৌড়ে) বিজয় মালার প্রথম সারিতে আসতে হবে । যদি বাবাকে কেউ জিজ্ঞেস করে তবে বাবা বলতে পারবেন , তোমার চলন এইরকম, যাতে বোঝা যায় তুমি নিশ্চয়ই বিজয়মালাতে খুব কাছে আসবে । তোমরা নিজেরাই নিজেদের বুঝতে পারবে , আমরা কতদূর পর্যন্ত পাশ করব । কেউ কেউ মনে করে যে তারা কখনও পাশ করবেনা । যদিও আমি বাবার বাচ্চা এবং আমি সমস্ত কিছু সমর্পণ করেছি , বাবার কোলে বসে আছি তবুও যদি আমি কোনও কিছু ধারণ করতে না পারি , আমি উঁচু পদ লাভ করতে পারব না । যারা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে সেবা করছে তারা এখানে যারা আছে তাদের থেকে ভালো পদ পেতে পারে । এইরকম দেখাও যায় তারা তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে । শুধু বাবার সাথে থাকলে কিছু বেশী লাভ হয় । মেঘ সাগরের কাছে আসে , নিজেদের পূর্ণ করে এবং তারপর গিয়ে সর্বত্র বর্ষণ করে । মুরলি চতুর্দিকে যায় । তোমরা মুরলি শোন আর তারপরে অন্যদের শোনাও । যারা ভালো সার্ভিস করে তারা উঁচু পদ লাভ করে । এতে অনেক মেহনত লাগে । যদি তোমরা এখানে মেহনত না করো তোমরা ভূপতিত হবে ,সবকিছু নির্ভর করছে তোমার মেহনতের উপর । নিজের নাড়ি স্পন্দন নিজেই দেখা যায় । বুঝতে পারবে যে এই পুরুষার্থ দ্বারা আমি কি পদ পেতে পারব । যদি তোমরা এখন পুরুষার্থ করে উঁচু পদ না লাভ করতে পারো তবে কল্পে কল্পে এইরকম পদই পাবে । এই হলো বেহদের ড্রামা । এখন তোমরা বেহদের বুদ্ধি লাভ করেছ । বেহদের আদি -মধ্য -অন্তকে জানা খুবই আনন্দের । তবে মায়ার ঝড় এমনই যে তোমাদের দিয়ে কিছু না কিছু ভুল করিয়ে দেয়, ভালো ভালো বাচ্চাদের মায়া জয় করে নেয় । তোমরা আরও যত এগোবে তোমাদের বুদ্ধিও ততই বাড়বে , তোমাদের নাম উজ্জ্বল হবে । এখন দিল্লিতে ধর্মীয় কনফারেন্স হয় । কনফারেন্সে বোঝানোর জন্য খুব ভালো বুদ্ধির প্রয়োজন । কনফারেন্স শুরুর নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে থেকেই সকলের সাথে সকলের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয় । কনফারেন্সের যারা মাথা সর্বপ্রথম তাদের একটা ছোট কমিটি মিটিং হয় , তারপরে বড় কনফারেন্স হয় । পোপ ইত্যাদির জন্য সবরকম সুবিধার বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে । এনাদেরও কনফারেন্সের ক্ষেত্রে অনেক চিন্তা -ভাবনা থাকে । সেইজন্য এইরকম কনফারেন্সে খুব বুদ্ধিমান , অভিজ্ঞ বাচ্চাদের যাওয়া প্রয়োজন এবং সেখানে আমন্ত্রিত বড় বড় ব্যক্তিদের বোঝানো উচিত্ । সর্বপ্রথমে ঠিক করে নিতে হবে বিষয়বস্তুর মূল কি - 'বাবা এসেছেন' । এর পূর্বে দেবী-দেবতা ধর্ম সম্পর্কে কেউ জানত না । এখন তোমরা খুশি যে , দেবীদেবতা ধর্মেরও মাথা আছেন । যাঁরা জ্ঞানে পরিপক্ক তাঁরা মনে করেন যে এখন সেই ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করা যায় - "আমাদের বলুন , সব ধর্মের মধ্যে বড় ধর্ম কি ?" সেই ধর্মেরই হেড বানানো উচিত্ । তোমরা বি .কে .-রা সবার মাথা । তোমরা জগত্ মাতা । পদও মাতাদের । এটা দেখানোও হয় যে , কুমারীরা বাণ মেরেছে ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিকে । এই কুমারীদের সামনে প্রত্যেককে আসতেই হবে । সেইজন্য তোমাদের বোঝাতে হবে উঁচু থেকেও উঁচু কে । তখন তাঁরা বুঝবেন ভগবান যে সর্বব্যাপী সেই জ্ঞান মিথ্যা । এখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে । বাবার পরিচয় দেওয়া তোমাদের জন্য নতুন কিছু নয় । ভালো ভালো বাচ্চারা এই নেশায় মেতে থাকে যে , এই

পার্ট আমরা অনেকবার প্লে করেছি । এই পুরনো দুনিয়ার এখন বিনাশ হবে । এই পুরনো শরীর ছেড়ে নতুন করে আবার তোমরা তোমাদের পার্ট প্লে করবে । তোমাদের বুদ্ধি এখন বিশাল এবং অসীম । তোমাদের পুরনো সেই বস্ত্র ত্যাগ করতেই হবে এবং তারপরে তোমাদের ৮৪ জন্মের জন্য নতুন বস্ত্র নিতে হবে । এইসব তোমাদের বুদ্ধিতে সর্বদা থাকা উচিত্ । প্রত্যেক পার্টধারীর নিজের নিজের পার্টের ক্ষেত্রে সচেতন থাকা উচিত্ । তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে নিজেদের পার্ট প্লে করেছ । সৃষ্টির এই খেলা এখন শেষ হয়ে এসেছে । এই বস্ত্রও এখন জরাজীর্ণ । দুনিয়াও তমঃপ্রধান । যখন আমাদের রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে , তখন বিনাশও শুরু হবে । আমরা গিয়ে পরবর্তী জন্মে বিশ্বের মালিক হয়ে যাব । এখানে যারা পড়ে তাদের এই জন্মেই লাভ হয় । এখন তোমাদের স্মরণে এসেছে যে তোমরা গিয়ে দৈবী জন্ম নেবে এবং তারপরে ক্ষত্রিয় জন্ম নেবে । এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে ফোঁটায় ফোঁটায় সরু ধারায় বইতে থাকলে একমাত্র তখনই তোমাদের খুশির পারা উঁচুতে থাকবে । যারা ভালো পুরুষার্থী হবে এই জ্ঞান ক্রমাগত তাদের বুদ্ধিতে চলতে থাকবে । বাবা বুঝিয়েছেন , তোমাদের কর্ম করতেই হবে । তারপরেই তোমরা স্মরণের চার্ট বাড়াতে পারবে । এর জন্য রাতের সময় খুব ভালো । সেই সময় কোনও ক্লান্তি থাকেনা । যদি তোমরা সর্বদা এই স্থিতিতে না থাকো, তখন তুফান আসলে, তারা তোমাদের অবসন্ন করে তুলবে । না চাইলেও তুফান এসে যায়, তোমায় ক্লান্ত বানায় । যেমনই হোক , তোমরা যদি ক্রমাগত বাবাকে স্মরণ করো এবং ক্রমাগত এই বিষয়ের নির্যাসটুকু মনের মধ্যে লালন করো , তোমাদের মাথা জ্ঞানে ভরপুর হবে । এটা বাবার অনুভব যে, ঝড় অনেক আসবে । তোমরা যত শক্তিশালী হবে মায়া ততই তোমাদের নীচে নামাবে । এই হলো আইন । বাবা বলেন মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী কেননা সে তার রাজত্ব হারাচ্ছে , সুতরাং সে নানারকম ঝড়ের সৃষ্টি করবে । তাকে ভয় পেয়োনা । যদি শরীরের কিছু হয় তবে সেটা কর্মভোগ । তোমরা এতে একদম দমে যেওনা । এই হলো অন্তিম শরীর । খুব অল্প সময় বাকি আছে । এইভাবে স্মরণের দ্বারা তোমরা খুশিতে থাকবে । ড্রামাতে তোমরাই সবচেয়ে বেশী উঁচু পদাধিকারী কারণ তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার কোলে রয়েছ । তোমাদের মধ্যেও যারা ভালো পুরুষার্থী তাদের মতো সৌভাগ্যশালী কেউ নেই । এই ঈশ্বরীয় সুখ অনেক উন্নতিসাধন করে । তোমরা বোঝাতে পারো যে , ভারত স্বর্গ ছিলো, অবিনাশী খণ্ড ছিলো এবং সেই সময়ে অন্য কোনও ধর্ম ছিলোনা । সব ধর্ম পরে পরে এসেছে । সূর্যবংশীয় রাজত্ব সমাপ্ত হলে তারপর চন্দ্রবংশীয় রাজত্ব হয় । সেইসব হিস্ট্রি জিওগ্রাফি কেউ জানেনা । এখন তোমরা জেনেছ । কেউ জানেনা সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগ এবং সেখানে তখন দুই কলা কমে সেই সুখও কমে যায় । এই জ্ঞান যদি সত্যযুগেই তোমাদের মধ্যে থাকত তবে ভিতরে ভিতরে তোমরা আটকে যেতে । তোমাদের বিবেক বুদ্ধি দংশন হত যে তোমরা নীচের দিকে নেমে আসছ । তোমরা তোমাদের রাজত্ব আনন্দে কাটাতে পারতে না । রাজ্যপাট ভালো লাগত না । এখানেও কেউ কেউ বলে যে তারা স্বর্গের মালিক হবে কিন্তু সেই তাদেরই আবার নীচে নেমে আসতে হবে । কিন্তু তবুও সেখানে রাজধানী পাওয়ার খুশি থাকে । এখন বাবা তোমাদের ত্রিকালদর্শী তৈরী করছেন । এমনকি লক্ষ্মী নারায়ণ, যাঁরা স্বর্গের মালিক তাঁরাও ত্রিকালদর্শী নন । একমাত্র সঙ্গমেযুগে এসেই বাবা তোমাদের তৃতীয় নয়ন প্রদান করে ত্রিকালদর্শী বানান । দেবতাদের কেন অলঙ্কার দেওয়া হয় ? কেননা তাঁরা সম্পূর্ণ স্থিতিতে থাকেন । ব্রাহ্মণেরা ক্রমাগত ওপরে ওঠে এবং নামে । কিভাবে তাঁদের অলংকার দেওয়া যায় ? এটা ঠিক শোচনীয় নয় । এইসব ড্রামার আশ্চর্যজনক রহস্য । একমাত্র ব্রাহ্মণই স্বদর্শন -চক্রধারী । এই জ্ঞানের মাধ্যমে তোমরা দেবতা তৈরী হও । এই সময় তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী, ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী । এইসব তোমাদের শিরোনাম । এই সমস্ত কথা বোঝার এবং পরে বোঝাতে হবে । সর্বপ্রথম বাবার পরিচয় দাও । পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ । তাঁর

নামই গড ফাদার । তোমরা বলতে পারোনা যে গড ফাদার সর্বব্যাপী । তিনি পিতা । আমরা এমনও লিখি যে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে কি সম্বন্ধ ? তোমরা পরম পিতা যখন বলছ তবে তো উনি নিশ্চয়ই পিতা । বাবা কিভাবে সর্বব্যাপী হবেন ! বাবার থেকে তো বিশ্বের মালিকানা নিতে হবে । নতুন দুনিয়ার রচয়িতা । লক্ষ্মী নারায়ণ নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেন সেখানে দেবতাদের তৃতীয় নয়নের দরকার হয়না । তৃতীয় নয়ন অবশ্যই ব্রহ্মা দ্বারা দেওয়া হয়েছে । ত্রিমূর্তির অর্থ খুব ভালো । উত্সাহজনক পথে তোমাদের বোঝাতে হবে । যাঁরা খুব ভালো মাস্টার তাঁদের বোঝানোর অভ্যাস থাকবে । দিন -দিন কাউকে এইসব বোঝানো আরও সহজ হয়ে যাবে । পরমপিতা পরমাত্মা তোমার কে ? তারা বলবে তিনি তাদের বাবা । বাবা এই দুনিয়ার রচয়িতা । সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো । তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের সম্পত্তি পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে নিয়েছিলেন । তাঁরা রাজযোগ শিখে রাজত্ব লাভ করেন । আমরা সবাই বী . কে .। কাউকে বোঝাও - আচ্ছা ! তোমরা তো বলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা । তবে তো তিনি তোমাদের পিতাই হলেন , তাই না ! তিনিও (শিব) বাবা । তোমরা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী । আমরা দাদার থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি , তোমরা নিচ্ছ না । তোমরা এসো এবং এইসব বোঝো , পুরুষার্থ করলে তোমাদেরও প্রাপ্ত হবে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এবং জগদম্বা , দুজন মুখ্য । তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণের পদের বরসা লাভ করো । বিভিন্ন উপায়ে তোমাদের বাচ্চাদের সবকিছু বোঝানো হয় । বড় বড় কনফারেন্সে যখন তোমরা যাবে তোমাদের নাম উজ্জ্বল হবে । আমাদের কথা জ্ঞানের আর অন্যদের সবার কথা ভক্তির । আমাদের জ্ঞানের অথরিটি আছে - যে কোনও কাউকে প্রশ্ন করার । কিন্তু যারা বোঝে তারাও এটা তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেনা । তারা ক্রমাগত বিনা প্রয়োজনে অনেক বেশী ব্যাখ্যায় যেতে চায় । তারা যদি বুঝে যায় তবে তারা বেআব্রু হয়ে যাবে । লেখা আছে যে কুমারীরা ভীষ্ম পিতামহকে জয় করেছিল । এটা হতেই হবে । ড্রামার এই পার্ট নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বিজয়মালায় আসতে হলে মাম্মা বাবার সমান সার্ভিস করতে হবে । মুরলি ধারণ করে তারপর অন্যদেরও শোনাতে হবে । রাজকীয় মর্যাদাসম্পন্ন ব্যবহার হতে হবে ।

2) নিজের বিশাল বুদ্ধির দ্বারা বেহদের এই ড্রামাকে জেনে অপার খুশিতে থাকতে হবে । তুফানে ভয় পেয়োনা । জ্ঞান মন্থনে বুদ্ধিকে ভরপুর করে রাখো ।

বরদানঃ- দেহ-অভিমানের অংশমাত্রও ত্যাগ করে মহাবলবান ভব

সবচেয়ে বড় দুর্বলতা দেহ -অভিমান । দেহ -অভিমানের সূক্ষ্ম বংশ অনেক বড় । দেহ-অভিমানের বলি দেওয়া অর্থাত্ অংশ আর বংশ সমেত সমর্পিত হওয়া । এইরকম ত্যাগ করতে পারে যারা তারাই মহাবলবান হয় । যদি দেহ-অভিমানের কোনও অংশ থেকে যায় , অভিমানকে নিজের স্বমান বানিয়ে নাও তবে যদিও-বা , অল্প সময়ের জন্য বিজয় প্রাপ্তির আভাস হবে কিন্তু তাতে দীর্ঘ সময়ের পরাজয় লুকিয়ে থাকে ।

শ্লোগানঃ- ইচ্ছা ছিলনা কিন্তু ভালো লেগে গেল - তাও জীবনবন্ধ স্থিতি ।

---

*তপস্বী মূর্ত হও
যেমন প্রথম -প্রথম প্রবল উত্সাহ থাকত যে আমি উপরে বসে সমস্ত বৃক্ষকে দেখছি , পরমধামের এইরকম উঁচু স্থিতিতে বসে নীচে পুরো গ্লোবকে সকাশ দেওয়ার সেবা করো । এইভাবে তপস্যা আর সেবা উভয়ই কম্বাইন্ড এবং একসাথে থাকবে* ।